যদি হই সুজন--৩
তৃতীয় ধারা ও বাংলাদেশ
নন্দিনী হোসেন

বিগত কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাবের কথা বেশ জোড়েশোড়ে আলোচিত হচ্ছে ।যার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন ডাঃ বি চৌধুরী,ডাঃ কামাল হোসেন প্রমুখ।নানা কথাবার্তা শুনে,পত্র পত্রিকা পড়ে ধারণা হচ্ছে তাঁদের কাজ ধীরে হলে ও এগিয়ে যাচ্ছে তেমন কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই । তবে ডাঃ বি চৌধুরীর কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল,তিনি 'তৃতীয় শক্তি' শব্দটির বদলে 'তৃতীয় ধারা'বলতেই বেশি আগ্রহী। কারণ তৃতীয় শক্তি শুনতে হয়ত ভালো শুনায় না,এক ধরনের ভয়ের ব্যাপার অনুভুত হয়।আমজনতার মনে পরে যায় ,রাষ্ট্রযন্ত্রের জবরদখল কারী ত্রান কর্তা দের কাহিনী।তাই এ শব্দ গুলোতে তাদের খুব ভয়।সে তুলনায় 'তৃতীয় ধারা' শুনতে চমৎকার ।সে যাই হোক এখন দেখার বিষয় এই ধারা আমাদের কি উপহার দেয়।

বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডের মানুষের পিঠ যে দেয়ালে ঠেকে গেছে,উপায়হীন জনগন খাবি খাচ্ছে আর অদৃশ্য অদৃষ্টকে দোষারোপ করছে ,সে ব্যাপারে অনেকের ই কোন দ্বিমত নেই।তাদের কাছে ভবিষ্যতের ছবি বড়ই বিবর্ণ ।আশাহীন,আলোহীন। যার জোর আছে,শক্তি আছে,আছে ক্ষমতার দম্ভ তারা ই লুটেপুটে খাচ্ছে দেশটাকে।এরাই কায়েম করেছে,মাস্তান তন্ত্র, আর এক ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব।মধ্যবিত্ত দের মন মানসিকতায় ও দেখা যাচ্ছে দেশের জন্য দরদ হীন,এক ধরনের পরগাছা শ্রেনীর উদ্ভব হয়েছে,যারা নব্য শিক্ষিত,এক পুরুষ আগে যাদের শ্রেনী উত্তরন ঘটেছে মাত্র ,তাদের মধ্যে যেন তেন প্রকারে নিজের আখের গোছানোর প্রবনতা।দেশ যাক গোল্লায়,তাতে কি ,নিজেদের যে করে হোক টেনে হিঁচড়ে উপরে তুলতে হবে।আর যারা এসব কিছুই পারছে না,তারা শুধু অসহায় দর্শক,না পারছে কিছু করতে,না পারছে সইতে।এ তো গেলো শহরের হিসেব,কিন্তু যে বিশাল জন গুষ্টি গ্রাম বাংলায় বাস করে,সেখানেই তো পরে আছে আসল বাংলাদেশ ।যা প্রায়শ ই দেশের কর্ন ধারগন সচেতনে ভুলে থাকার চেষ্ঠা করেন।ভোটের সময় এলে শুধু এদের কথা মনে পরে।তখন যা মুখে আসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে,ছলে বলে কৌশলে এদের ভোট কব্জা করতে পারলেই আর ও ক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত !

স্বাধীনতার পর একে একে মুজিব,জিয়া,এরশাদ ,খালেদা,হাসিনা,আবার খালেদা সবই দেখা হলো।বিগত এক দশক এর উপরে দেখা হলো তথাকথিত গন তন্ত্রের চেহারা ও!অবস্থা এখন এমন দাড়িয়েছে হয় আওয়ামি লীগ,নয় বিনপি।হয় খালেদা নয় হাসিনা।এ দুই দলের প্রধান দের মধ্যে তো আবার বাক্যালাপ তো দূরের কথা,মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত নেই !পৃথিবীর কোথা ও এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না !এমন রুচিহীন,অসভ্যতা অন্য কোন দেশের মানুষ হয়ত ভাবতে ও পারবে না !এরা একজন ক্ষমতায় গেলে,অন্য জনের কাজ হল ক্ষমতা থেকে টেনে নামানো।দেশ,দেশের জনগণ যাক জাহান্নামে !জনগণের জন্য এদের মায়াকান্না দেখে দেখে মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত।দেশ কে নিজের তালুক ভেবে এরা প্রজাদের সাথে যে ভাবে ইচ্ছা আচরন করবে,মারবে কাটবে,জ্বালাবে পোড়াবে তাতে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না !আমাদের বুদ্ধিজীবি দের কথা কিছু না বললেই নয়।দলিয় পরিচয়ে বিভক্ত এ সব বুদ্ধিজীবিরা সব সময় কথা বলেন,প্রয়োজন মত বৃবিতি দেন,নিজ নিজ দলের সুবিধা অসুবিধা অনুযায়ি। নিজের বিবেকের কাছে এরা দায়বদ্ধ নন,যত দায়বদ্ধতা সব হচ্ছে দলের প্রতি। ইদানিং লক্ষ্য করছি ,তৃতিয় ধারার কথা শুনে অবধি তাদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে । এ বি এম মুসা,আবদুল গাফফার চৌধুরী রা কোমর বেধে লেগে পরেছেন বি চৌধুরী,ডাঃ কামাল হোসেনের উদ্দেশ্য আর ষড়যন্ত্রের খবর জন গন কে জানানো ফরজ মনে করে। দু জনের অতিথ কর্ম কান্ড নিয়ে ঢালা ও কলাম লিখে চলছেন দেশের পত্র পত্রিকা গুলোতে।সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে ইনিয়ে বিনিয়ে ।
আওয়ামি লীগের ক্ষমতায় আসা ঠেকানো ই নাকি এসব ষড়যন্ত্রের মুল !

দেশের যারা মুল মালিক,সেই জন গন কিন্তু একটা পরিবর্তন চাচ্ছে । সেই পরিবর্তন টা বিনপি র কাছ থেকে আওয়ামি লীগে,অথবা আওয়ামী লীগ থেকে বিনপি তে প্রত্যাবর্তন নয়। অন্য কিছু। যদি ডাঃ কামাল হোসেন ,বি চৌধুরী রা সঠিক ভাবে জনগনের নাড়ি ধরতে পারেন,এবং সে অনুযায়ি পথ্য দেন ,তাহলে অবশ্য ই যড়যন্ত্র আবিষ্কারের হোতারা এক সময় ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হবেন ।এ দেশটা যে আওয়ামি লীগ,বিনপির মৌরসীপাট্টা নয় ,তা এদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

কুদ্দুস খান তাঁর লিখায় সব সময় অর্থনীতির কথা বলেন। এখন পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা এমন একটা সময় পার করছি,যখন আসলে ও অর্থনীতিহীন রাজনীতি কল্পনা ও করা যায় না। এখন পৃথিবী শাসিত হচ্ছে অর্থনীতির দৌড়ে কে কাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সেই হিসাবে।একটি কথা এখন খুব শুনা যায় যা,তা হচ্ছে অর্থনৈতিক কুটনীতি।
আমাদের দেশে আওয়ামি লীগের আমলে ও এই কথা টি খুব শুনা যেত ।এখন ও খালেদার আমলে তা শুনা যায়,কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সভা ,সেমিনারে এসব বলা ছাড়া আর কি কাজ করা হচ্ছে,তার কোন নমুনা দেখা যায় না।তবে আমার মতে ,দেশে যতদিন পর্যন্ত ধর্ম ভিত্তিক মৌলবাদি দল গুলো নিষিদ্ধ না হবে ,ততদিন আমাদের শুধু অন্য দেশের সাফল্য দেখে হা হুতাশ ই করতে হবে !কারণ যে দেশে এখন ও ফতোয়া দিয়ে মেয়েদের ঘরের কোনে রাখা হয়,পাথর ছুড়ে মারা হয়,যখন তখন হাত পায়ের রগ কাটা হয় ,সে দেশে যত ই লুটেরা শ্রনীর ব্যাংক লুটের টাকায় লেহেং গা নিয়ে কাড়াকাড়ি হোক,কিন্তু উত্তরবংগের মানুষ কে প্রতি বছর না খেয়েই মরতে হবে !বিদেশীরা ভয়ে এ দেশ মাড়াবে না,যত ই আমেরিকা মডারেট মুসলিম দেশের সার্টিফিকেট দিক না কেন,কাজের সময় ঠিক ই ইন্ডিয়া কে বেছে নেবে !
ডাঃ কামাল হোসেন রা যদি এ দেশ টাকে অন্তত মৌলবাদীদের তান্ডব থেকে বাচাঁন,তাহলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এখন ও আমাদের জন্য সম্ভব ।

কল্যান হোক সবার
২৩ ডিসেম্বর ২০০৩
nondinihussain@yahoo.co.uk